6. ইমারার দৃষ্টিতে কিছু অপরাধ ও তার শাস্তিসমূহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং নিজেদের আমানতসমূহের খেয়ানত করো না। সূরা আনফাল : ২৭

মুহতারাম ভাই! আমরা তানজিমের অনুসরণ করে থাকি মূলত, নফস ও শয়তানের আনুগত্য পরিত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যথাযথ অনুসরণ যেন সহজ হয়। আমার কোন ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ কখনই সংশোধন হবে না, যদি আল্লাহ তায়ালার যথাযথ ভয় আমার অন্তরে না থাকে। আল্লাহর সাথে যদি আমার সততা না থাকে, তাহলে একজন মাসউল আমাকে কতক্ষণইবা পাহারা দিয়ে রাখতে পারবেন?

তারপরও এখানে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট না থাকার কারণে আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেক সময় এই ভুলগুলো করে ফেলি। যার দরুন নিজেদের ঈমান-আমল যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই মুবারক তানযীম। তাই আমরা পূর্ণ চেষ্টা করবো নিম্নোক্ত কাজগুলো যেন কখনো আমাদের দ্বারা না হয়। আল্লাহ না করুন যদি কখনো হয়ে যায়, তাহলে ইমারা প্রদত্ব শাস্তি মাথা পেতে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবো ইনশাআল্লাহ। যাতে আমরা নিজেদের পূর্ণরূপে সংশোধন করে নিতে পারি। কারণ, রব্বে কারীম সালেহীনদের হাতেই দুনিয়ার কর্তৃত্ব দেওয়ার ওয়াদা করেছেন।

♦♦গুরুতর কিছু অপরাধঃ

•ইমারার মালের খেয়ানত করা। তেমনিভাবে কোন ভাইয়ের সাথে আর্থিক লেনদেন করা।

•ইমারার তথ্যের খেয়ানত করা।

•কোন নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, চাই অনলাইনে হোক বা অফলাইনে।

•যে কোন ধরনের ফাহেশা কাজে জড়িয়ে পড়া।

•তানযীমের সুস্পষ্ট নীতিবিরুদ্ধ কোন কাজে জড়িত হওয়া। যেমন, তানযীমের নাম ব্যবহার করে সাথীদের থেকে কালেকশন করে কোন মাদ্রাসা/স্থানীয় কোন সংগঠন করা।

•পারস্পরিক লেনদেন করা।

•ইমারার সাথে সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ পায় এ ধরনের কোন ফাইল অনিরাপদে সংরক্ষণ করা।

•কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সকল বিষয় মাসউলকে জানানো জরুরি, সে ক্ষেত্রে কোন তথ্য লুকোচুরি করা।

•মাজমুয়া মাসউল থেকে উপরস্থ ভাইদের পূর্ব অনুমতি ছাড়া ৩ দিন ইমারার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা ।

•ধোকা, প্রতারণা ও মিথ্যা।

উপরোক্ত অপরাধগুলো কোন ভাইয়ের দ্বারা সংঘটিত হলে তাঁর ব্যাপারে ইমারা যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এমনকি তানযিম থেকে অব্যাহতির সিদ্ধান্তও হতে পারে।

♦♦শাস্তিযোগ্য কিছু অপরাধঃ

•গ্রহনযোগ্য ওজর ছাড়া ইমারা প্রদত্ব কাজ যথা সময়ে না করা।

•গ্রহনযোগ্য কারণ ছাড়া দৈনিক হাজিরা মিস করা।

•গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দাওরায়/মিটে শরিক না হওয়া।

•মাসউলের সাথে মাশওয়ারা ছাড়া কোন গুরুত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া।

•সাথীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা বা বদমেজাজ প্রদর্শন করা।

•যেকোন ভুল প্রথমবারই ভুল, ধরিয়ে দেওয়ার পর পুনরায় ওই কাজ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

•গীবত চোগলখোরি।

•নিজ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন জায়গায় নিজেকে প্রকাশ করা। সে দিকের তথ্য জানা ও নিজ কাজের তথ্য জানানো।

•ডান-বাম, উপর নিচ ও নিজ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ভাইয়ের সাথে বিনা অনুমতিতে যোগাযোগ রাখা।

•সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজ কর্তব্যে গাফলতি বা অবহেলা করা।

•ইমারা নির্দেশিত কোন কাজে মাসউলের যথাযথ আনুগত্য না করা।

উপরোক্ত অপরাধগুলো কোন ভাইয়ের দ্বারা সংঘটিত হলে মাসউলের সাথে পরামর্শক্রমে ভাইয়ের জন্য সংশোধনমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, যাতে আগামীতে আর কখনো এমন কাজ করার পুর্বে শাস্তির কথা মাথায় থাকে।

সংশোধনযোগ্য কিছু বিষয়ঃ

•ইচ্ছাকৃত ভাবে অপরিচ্ছন্ন থাকা। (দাত ময়লা, মুখে অভ্যাসগত দুর্গন্ধ, কাপড়-শরীর অপরিচ্ছন্ন ইত্যাদি)

•সুন্দর উপস্থাপনা না থাকা।

•খরচের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও মিতব্যয়ী না হওয়া।

•নিজের বেশ-ভূষায় নিজেকে জিহাদী হিসেবে প্রকাশ করা।

•অহেতুক হাসি ঠাট্টা ও গল্পগুজবে লিপ্ত হওয়া।

•ইমারার ভাইদের সাথে অনেক উত্তম আচরণ প্রকাশ পেলেও নিজ পরিবার ও পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ না করা। যা বড়ই দুঃখজনক! পূর্ণ শরিয়াহ মেনে চলতে চান, এমন কোন ভাইয়ের থেকে এটা কখনোই কাম্য নয়।

•অপ্রয়োজনে ঢালাওভাবে উলামাদের গালিগালাজ করা ও তাদের অহেতুক সমালোচনা করা।

• বিভিন্ন মাসউল বা ভাইদের ব্যাপারে অযথাই

শেকায়াত করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও যদি অন্য কোন অপছন্দনীয় বিষয় কোন ভাইয়ের থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে মাসউল ভাই তাঁর সংশোধনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন। প্রয়োজনে লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

বিঃ দ্রঃ কোন ভাইকেই আসলে উপরস্থ মাসউল শাস্তি দিচ্ছেন না। বরং আমরা এই অনুভূতিই রাখবো যে, আমি নিজের নফসকে নিজেই শাস্তি দিচ্ছি। মাসউল ভাই শুধু নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। আর শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাসউলভাইগণ একক সিদ্ধান্ত না নিয়ে উপরস্থ মাসউলের সাথে মাশওয়ারা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক।

সর্বশেষ মুহতারাম ভাইদের সমীপে কিছু নিবেদন

প্রিয় ভাই! আমি যখন থেকে জামাআহভুক্ত হয়েছি, তখন থেকেই আমার ভাল গুণগুলো তানযীমের ভাল গুণ হিসেবে জাতির সামনে প্রকাশ পায় এবং আমার মন্দ বিষয়গুলোই মানুষ তানযীমের মন্দ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। আল্লাহর দ্বীনের কাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যার দ্বারা ইচ্ছা নিয়ে নেবেন। কখনোই আল্লাহ তায়ালা এই জামাআর দিকে মুহতাজ নয়। এই তানযীম যদি কাজ না করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা অন্য কোন জামাআহ দাঁড় করাবেন, যারা আমাদের মত হবে না। ঠিক তেমনি দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে এই তানযীম আমার মত ব্যক্তিরও মুহতাজ না। আমার অলসতা ও গাফলতি থাকলে আল্লাহ তায়ালা আমার চেয়ে উত্তম কাউকে এই কাজে নিয়ে আসবেন। তাই কখনোই এটা না ভাবি যে, আমি তানযীমে এসে এই তানযীমের অনেক উপকার করে ফেলেছি। বরং আমাদের আত্মানুভূতি এটা হওয়া চাই যে, আল্লাহ তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ করে আমাকে এই জামাআর সাথে জুড়িয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল ভাইকে যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন!